চুয়াডাঙ্গায় করোনায় আক্রান্ত ৯

চুয়াডাঙ্গায় রবিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৯ জন। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৮ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৮ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭৬২ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ রবিবার ৫৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে । এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৫৮০ জন।

এ দিকে ১১৫ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৭ হাজার ২১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

এ সময় ৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭৬২ জনে। রবিবার নতুন করে ২১ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ২৭৪ জন। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ১৯ জন আর বাড়িতে আছেন ২৬১ জন।

নতুন যে ৯ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার ভিতরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৪ জন আলমডাঙ্গা উপজেলার ৩ জন দামুড়হুদা উপজেলায় ১ জন এবং জীবননগর উপজেলার ১ জন ।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে সকলেই সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ৯.৩১ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গায় ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গা বাসি করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্ত সংখ্যা ভয়াবহতা দেখলেও বর্তমানে কমেছে মৃত্যু ও আক্রান্ত সংখ্যা। চুয়াডাঙ্গায় শনিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১৭ জন।

চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৮ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৮ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭৫৩ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ শনিবার ৬৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে ।

এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৫২২ জন।এ দিকে ৯৪ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৭ হাজার ১০২ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

এ সময় ১৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭৫৩ জনে। নতুন করে ৬৮ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ২৫৩ জন।বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ২১ জন আর বাড়িতে আছেন ২৭১ জন। নতুন যে ১৭ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার ভিতরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ১১ জন আলমডাঙ্গা উপজেলার ৫ জন এবং জীবননগর উপজেলার ১ জন ।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে সকলেই সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ৮.৮৯ শতাংশ।

দামুড়হুদায় নাবালিকা গৃহবধুর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা

দামুড়হুদার হাতিভাঙ্গা গ্রামের স্কুল ছাত্রী নাবালিকা গৃহবধূ রিপ্তা খাতুন (১৫) বিয়ের প্রায় ৪ মাস পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার আনুমানিক বেলা ১১টার দিকে সে তার শ্বশুর বাড়িতে নিজ বসতঘরে আত্মহত্যা করে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রেজানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে স্কুল ছাত্রী নাবালিকা রিপ্তা খাতুন শনিবার সকালে তার বসতঘরে সিলিং ফ্যানের রডের সাথে সকলের অগোচরে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগায়। পরে স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে থানা পুলিশ কে খবর দেয়। নিহত গৃহবধু স্কুল ছাত্রী রিপ্তা খাতুন হাতিভাঙ্গা গ্রামের মাঝপাড়ার হাসিবুল হাসানের স্ত্রী। গত ৪ মাস আগে তাদের বিবাহ হয়। নিহত রিপ্তা একই গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে।

স্কুল ছাত্রী ও নাবালিকা গৃহবধূর আত্মহত্যা নিয়ে এলাকার বেশ কিছু মহলের মাঝে গুঞ্জন রয়েছে। নিহত রিপ্তার স্বামীর অপছন্দ ও বিয়েতে তার সম্মতি না থাকায় তাকে তার পরিবার বিবাহ দিয়েছেন। সে কারণেও স্কুল ছাত্রী রিপ্তা আত্মহত্যা করতে পারেন।

নিহতের মা জানিয়েছেন, তার মেয়ের মাথায় সমস্যা ছিলেন। এজন্য তাকে ওঝার কাছে চিকিৎসা দেওয়া হচ্চিল।

নিহতের স্বামী হাসিবুল হাসান জানান, সকালে আমার স্ত্রী আমাকে দুটি ডিম ও গ্যাসলাইট কিনে দিতে বললে আমি সেগুলো কিনে দিয়ে মাঠে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পর আমি খবর পাই সে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক জানান, দামুড়হুদার হাতিভাঙ্গা গ্রামে গৃহবধু রিপ্তা খাতুনের আত্মহত্যার খবর পাই। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের সুরতহাল রিপোট করে। নিহতের পরিবারের কাছ থেকে জানতে পারি সে এর আগের বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তার মাথার সমস্যা ছিলো। কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুরে জমজমাট জুয়ার আসর, হাবিল হারলেন লক্ষ টাকার গরু

চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুর গ্রামে প্রতিদিনই রাতে বসছে জমজমাট জুয়া ও মাদকের আসর। এসব আসরে অংশ নিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে উঠতি বয়সি অনেক যুবক। খেলায় হেরে সর্বশান্ত হওয়া পরিবারগুলোতে বিরাজ করছে নানা অশান্তি।

গ্রামসূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুন্দিপুর গ্রামের বেলেমাঠ পাড়ায় সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবদি বসছে জমজমাট জুয়া ও নেশার আসর। এসব আসরে অংশগ্রহণ করে অনেকেই হচ্ছে সর্বশান্ত। তারি ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার গ্রামের মাঠে নেশার আড্ডায় বসে জুয়ার আসর।

এতে অংশ নেয় গ্রামের দিন মোহাম্মদের ছেলে জান মোহাম্মদ, হাছানের ছেলে রিপন, ঘড়ি আওলার ছেলে ইমরান হানিফের ছেলে হাবিল ও সেলিমের ছেলে আরিফুল ইসলাম। এ আসরে হাবিল ১ লাখ ২ হাজার টাকা জুয়াখেলে হেরে যায় জান মোহাম্মদের নিকট। জুয়ায় জিতে জান মোহাম্মদ ওই টাকার মধ্যে ৪৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি গুরুর বাছুরও কিনেছে।

এছাড়াও গ্রামের কিতাবের ছেলে রাশেদুল, ছিদ্দিকের ছেলে আলামিন, মহব্বতের ছেলে জিলানি ও ভরতের ছেলে সুমন নিয়মিত নেশার আড্ডা বসিয়ে থাকেন বলে গ্রামবাসি অভিযোগ করে জানিয়েছেন। হার-জিতের এ আসরে অংশ নিয়ে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে বলে জানাগেছে। ফেলে নেশা ও জুয়ার টাকা জোগার করতে গিয়ে পরিবারগুলোতে বিরাজ করছে নানা অশান্তি।

মহল্লাবাসি জানান, এসবের প্রতিবাদ করতে গেলে প্রতিবাদকারিদের প্রতি চড়াও হয় উশৃংখল এসব যুবকেরা। জুয়ার টাকায় গরু কেনার বিষয়টি অশিকার করেছেন জান মোহাম্মদ। তাই ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। বিষয়টির প্রতি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের আশু হস্থক্ষেপ

কামনা করেছেন ভুক্তোভোগি মহল।

দর্শনা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে ফেনসিডিল ও চোলাই মদসহ ৪ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে ২৩ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী স্তী এবং দুই লিটার চোলাই মদ সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায় শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্ব এস.আই সুমন্ত বিশ্বাস, এ.এস.আই আনোয়ারুল, এ.এস.আই সিদ্দিক, এ.এস.আই নাসরিন এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর (পশ্চিম পাড়া) গ্রামের আঃ মজিদ এর বসত বাড়ির সন্নিকটে পাকা রাস্তার উপর থেকে ২৩ বোতল ফেনসিডিল সহ মাদক ব্যাবসায়ী শাহিন (৪০) পিতা মোঃ শামসুল আলম, মোছাঃ এলিমি খাতুন(৩৫) পিতা মোঃ শাহিন উভয়ই চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় এস আই সুমন্ত বিশ্বাস বাদি হয়ে ১৯৭৪ সালের মাদক আইনে মামলা দায়ের করেন।

অপর দিকে দুপুর ১২ টার দিকে এস.আই নাসির উদ্দীন এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন দর্শনা টু জীবননগর হাইওয়ে রোড আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের কেরু’জ জৈব সার কারখানার মোর পাকা রাস্তার উপর থেকে দুই লিটার চোলাই মদ সহ আসামি স্বপন (২২) ঢাকালী পাড়া গ্রামের ওয়ার্ড নং ৩ এর পিতা বষ্টি দাসের ছেলে, ২/ মোঃ মিজানুর রহমান (২৭) ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জের পিতা মোঃ তাহের মন্ডলের ছেলে। পুলিশ জানায় আটককৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত-১ শিশুসহ আহত-৫

আলমডাঙ্গায় ইঞ্জিনচালিত অবৈধযান আলমসাধু ও ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বৃদ্ধা নিহত ও শিশুসহ পাঁচজন গুরুত্বর আহত হয়েছে। শনিবার দুপুর ১ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার নগরবোয়ালিয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার ভালাইপুর বাজার হতে আলমসাধু যোগে ৬জন যাত্রী নিয়ে হাটবোয়ালিয়ায় যাচ্ছিলো। এ সময় নগরবোয়ালিা মাঠের মধ্যে পৌছালে আলমসাধু ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মনোয়ারা খাতুন নামের ১ বৃদ্ধা নিহত হয়। আহত হয় শিশুসহ আরো ৫ জন।

নিহত মনোয়ারা খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামের মৃত ইয়ামিন আলীর স্ত্রী।আহতরা হলেন, একই উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের নুরুল হকের স্ত্রী রুলিয়া খাতুন (৬০), একই গ্রামের ইসরাফিল আলীর স্ত্রী রেহানা খাতুন (৪০), ভোগাইলবগাদী গ্রামের আমিরুল ইসলামের স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৫৫), বড় বোয়ালীয়া গ্রামের মোশারেফ হোসেনের ছেলে ইজিবাইক চালক বিল্লাল হোসেন (৫০), ও কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কেশবপুর গ্রামের জিনারুলের মেয়ে মাহমুদা খাতুন (৬)।

আহতদের মধ্যে দুজনের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহীতে রেফার্ড করেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল শনিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার নগরবোয়ালীয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে ইঞ্জিনচালিত অবৈধযান আলমসাধু ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইক চালকসহ ছয়জন যাত্রী হতাহতের ঘটনা ঘটে।

পরে স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে এর কিছুক্ষন পর বৃদ্ধা মনোয়ারা খাতুনের মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, মাথা ও বুকে প্রচন্ড আঘাত পাওয়ায় চিকিৎসধীন অবস্থায় মনোয়ারা খাতুন নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও রুলিয়া খাতুন ও শিশু মাহমুদা খাতুনের মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকি তিনজনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নগরবোয়ালিয়া মাঠের মধ্যে আলমসাধু ও ইজিবাইক সংঘর্ষে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও কয়েকজন আহত হয়েছে বলে শুনেছি। এ বিষয়ে এখনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে খোলা জায়গায় ফেলা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা

চুয়াডাঙ্গায় আধুনিক জেলা সদর হাসপাতাল এর নতুন ২৫০ শয্যাশায়ী ভবনের সামনে যেন পরিণত হয়েছে ময়লা আবর্জনার স্তুপে । প্রতিনিয়ত ফেলা হচ্ছে খাবারের উচ্ছিষ্ট, হাসপাতালের বর্জ্য, রক্তমাখা গজ-তুলাসহ পরিত্যক্ত জিনিসপত্র।

দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার না করায় রীতিমতো ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় এই আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালের প্রধান ফটকের পার্শ্ববর্তী স্থান। রোগী ও দর্শনার্থীরা দুর্গন্ধে নাকাল হয়ে উঠলেও নীরব ভূমিকায় রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ ও পৌর কর্তৃপক্ষ।

সরেজমিনে দেখা যায়, আগত রোগীর স্বজনদের পাশাপাশি হাসপাতালে কর্মরত স্টাফ ও আশপাশের দোকানদাররা ২৫০ শয্যাশায়ী ভবনের সামনে সারাদিনই পরিত্যক্ত জিনিসপত্র ফেলে যাচ্ছেন। চিকিৎসা নিতে এসে নাকে টিপে ধরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষজনকে।

তীব্র দুর্গন্ধে বমি হওয়ার উপক্রম। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীর স্বজনদের মধ্যে।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ি জানান, শুধু রোগীর স্বজন ও আশপাশের ব্যবসায়ীরাই নন, হাসপাতালে কর্মরতরাও এখানে এসে ময়লা-আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। অথচ পৌরসভা অথবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। জেলার প্রধান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ভিতরে বেহাল অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেন রোগীর স্বজনরা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর স্বজন বলেন বাইরে থেকে ওষুধ খাবার নিতে এলে এখানে এসে নাক চেপে ধরতে হয় বারবার এই দুর্গন্ধের শিকার হতে হচ্ছে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এবং প্রবেশের সময় রীতি মতো বমি হওয়ার উপক্রম হয় এই ব্যাপারে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

লোকজন হাসপাতালের সেবা নিতে এসে প্রবেশপথের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নীরব ভূমিকায় থাকাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। গত দেড় মাসের বেশি সময় ধরে এই ময়লা-আবর্জনার স্তূপ তৈরি হয়েছে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়টি নজরে আসলেও কোন প্রকার ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডা.এ এস এম মারুফ হাসান বলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রতিদিন এই জায়গাটি পরিষ্কার করার কথা থাকলেও তা করা হচ্ছে না লিখিতভাবে পৌরসভাকে জানানোর পরও কাজ না হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

আলমডাঙ্গায় টিকা নিতে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে নারী-পুরুষের

দীর্ঘ লাইন

আলমডাঙ্গায় প্রচণ্ড রোধে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে করোনার টিকা নিয়েছেন বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ। লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার অনেকে টিকা না নিয়ে চলেও গেছেন।

শনিবার আলমডাঙ্গা পৌর শহরের উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনার টিকা নিতে আসা সাধারণ জনগণ এ অভিযোগ তোলেন। এ অভিযোগের ভিত্তিতে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে দুর্ভোগের সত্যতা পাওয়া যায়।

ভ্যাকসিন নিতে আসা সাধারণ লোকজন জানান, শনিবার সকাল থেকে আলমডাঙ্গায় পূণরায় করোনার ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হয়। করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ ও দ্বিতীয় ডোজ নিতে আসা নারী ও পুরুষের উপস্থিত হয় অনেক বেশি।

শহর কেন্দ্রীক টিকা কেন্দ্র হওয়ায় সকলে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকা নিতে আসে। কিন্তু, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গা কম ও জনবল কম থাকার কারণে দুর্ভোগে পড়তে হয় বিভিন্ন বয়সের নারী -পুরুষ।

সকাল ১১ টা থেকে তিব্র রোদের মধ্যে অসংখ্য নারী -পুরুষ টিকা নিতে জমায়েত হয়। রোদের প্রখর তাপে অনেকে অসুস্থতা বোধ করে। এছাড়াও অনেকে দীর্ঘ লাইনের কারণে টিকা না নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

আলমডাঙ্গায় ৪ স্থানে করোনার ভ্যাকসিন প্রয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আলমডাঙ্গা হারদি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পৌর শহরের উপ-স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুন্সিগঞ্জ উপ-স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, খাসকররা উপ-স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টিকা প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে আলমডাঙ্গায় করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন নিতে আগ্রহ বেড়েছে অনেক গুন। তুলনা মূলক স্বাস্থ্য কর্মী না থাকার কারণে এমন দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে বলে অনেকে জানান।

আলমডাঙ্গা শহরের উপ-স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টিকা নিতে আসা গোবিন্দপুরের ষাটোর্ধ বৃদ্ধা সাহারা বানু বলেন, দুই দিন আগে আর পরে মরবো তো। তাই সরকারের কথা মানতে সকাল ৯টায় এসে রোদে লাইনে দাঁড়িয়েছি। মাথার ঘাম পায়ে পড়েছে জামা কাপড় ভিজে গেছে। এরপর দুপুর ১টায় প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছি।

বাড়াদি এলাকার ব্যবসায়ী আমিন উদ্দিন বলেন, উপজেলার প্রতিটি

ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। সবাইকেই যেহেতু টিকা নিতে হবে তাই আমাদের দাবি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে টিকা কেন্দ্র করা হোক। এতে দুর্ভোগ কমে যাবে।

আলমডাঙ্গার কাপড় ব্যবসায়ী আব্দুল হামিদ বলেন, সকাল ১০টায় টিকা নিতে এসেছি। তখন থেকেই দেখছি নারী-পুরুষ লাইন ভেঙে কার আগে কে টিকা নিবে এমন তাড়াহুড়া করছে। এতে একে-অপরের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। তাৎক্ষণিক পুলিশ এসে তাদের শান্ত করছে।

আলমডাঙ্গা মরহুম শাফায়েত-উল ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা বাদেমাজু যুব সমাজের আয়োজনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও রণাঙ্গনের অন্যতম সংগঠক মরহুম শাফায়েত-উল- ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে বাদেমাজু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মরহুম শাফায়েত-উল- ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২০-২১“র ফাইনার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় এরশাদপুর একাদশ ৫-১ গোলে বন্ডবিল একাদশকে হারিয়ে জয়লাভ করে।

পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে মরহুম শাফায়েত-উল- ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন।
এসময় তিনি বলেন খেলাধুলা যুব সমাজকে মেধাবিকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন অপরাধ মুলক কর্মকান্ড থেকে দুরে রাখে সেজন্য বেশি বেশি খেলাধুলার আয়োজন করা প্রয়োজন। আপনারা এলাকায় বেশি বেশি খেলাধুলার আয়োজন করবেন। আপনাদের এলাকায় খেলাধুলার আয়োজন করতে যেকোন ধরনের সহযোগীতার জন্য আমাকে স্বরণ করবেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান

কাদির গনু, উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, যুগ্ম সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক খন্দকার জিহাদ-ই-জুলফিকার টুটুূল, বণিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন, এসআই কামরুল ইসলাম, পৌর কাউন্সিলর আব্দুল গাফফার, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক রাজাবুল হক মনা, সমাজ সেবক আশরাফুল ইসলাম।

উপজেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মহাসিন আলী, আবদার আলী,বদর মেম্বার, নিলুফা মেম্বার, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক ইউনুস আলী, জামাজামী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বাবলু চৌধুরী, আওয়ামীলীগ নেতা রাহাত আলী, টুটুল, জেকের আলী, সিরাজ, ডাউকি ইউনিয়নের বিশিষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠক ইউনুস আলী মাস্টার, বাদেমাজু যুবসমাজের জয়নাল আবেদীন, মনোয়ার হোসেন খোকন, সোহেল রানা, সেন্টু, জাকির, ইয়াহিয়া, জহুরুল ইসলাম, প্রমুখ।

সভাপতি আবদার আলী, সাধারন সম্পাদক রবিউল ইসলাম

আলমডাঙ্গা হাউসপুর আনন্দধাম জামে মসজিদ কমিটির সকল দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে নতুন কমিটি গঠন করে দিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর। শুক্রবার জুম্মার নামাজের আগে উপস্থিতি মুসল্লিদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত হিসাব নতুন কমিটিকে বুঝিয়ে দিবে পূর্বের কমিটি।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার হাউসপুর আনন্দধাম জামে মসজিদে ২০১৯ সালে প্রায় একই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের পর থেকে তাদের মধ্যে মতদ্বন্দ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন মসজিদের আয় ও ব্যায়ের হিসাব না দেওয়ায় গত ২৭ আগস্ট শুক্রবার জুম‘আর নামাজের পর হিসাব চাওয়াকে কেন্দ্র করে সভাপতি এবং সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ারের

কথা কাটাকাটি সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে সভাপতির ভাই আবদার আলীকে সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ার লোকজন মসজিদের বাইরে গিয়ে হাতহাতি হয়।

এসময় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ উপস্থিত হয়ে পরিস্তিতি শান্ত করে এবং সভাপতির ভাই আবদার আলী, সেক্রেটারী মনোয়ার হোসেন ও ক্যাশিয়ারের পিতা আনসার মন্ডলকে থানায় নিয়ে আসে। পরে সন্ধ্যায় গ্রামের মসজিদের মুসল্লিরা থানায় আসলে আলমডাঙ্গা থানার অপিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর ওই তিনজনকে মুসল্লিদের নিকট দিয়ে দেন এবং তিনি ৩ সেপ্টেম্বর মসজিদে গিয়ে তাদের দ্বন্দ মিটানোর আশ্বাস প্রদান করেন।

কথামতে তিনি ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুম‘আর নামাজের আগেই মসজিদে উপস্থিত হন। তিনি প্রথমে মুসল্লিদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন তাদের সমস্যার কথা এবং তারা কি চায়। মুসল্লিদের কথা ও তাদের সকলের মতমতের ভিত্তিতে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠন করে দেন। সেই সাথে বলেন পূর্বের কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন কমিটিকে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দিবেন। মুসল্লিরা নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে আবদার আলী, সাধারন সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ক্যাশিয়ার জাহিদুল ইসলামকে নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমির প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, সমাজসেবক আশরাফুল ইসলাম, এসআই কামরুল ইসলাম, এসআই তৌকির, ইমাম ইয়ামিন ইসলাম, সাবেক সভাপতি জামসেদ আলী, সহসভাপতি ইমারত আলী, সেক্রেটারী মনোয়ার হোসেন, ক্যাশিয়ার আব্দুল হান্নানসহ নতুন ও পুরাতন কমিটির সকল সদস্য ও গ্রামের মুসল্লিরা।